দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 10 DEC 2002
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩

কলেজ পর্যায়ে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা শিক্ষা চালু করা হোক

সংবাদপত্র একটি দেশের সরকার ও জনগণের মধ্যে সংযোগ সেতু গড়ে তোলার পাশাপাশি সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী বাহন হিসেবে কাজ করে।

সরকারী হিসেব মতে দেশে ২১৪টি দৈনিকসহ প্রায় হাজারখানেক দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা বের হয়। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে নিজস্ব মাসিক বা পাক্ষিক পত্রিকাও বের করা হয়। দেশের এই বিপুল সংখ্যক সংবাদপত্রে কর্মরত সাংবাদিকের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে বলার উপায় নেই। অথচ বিপুল সংখ্যক সংবাদকর্মীর মধ্যে খুব কম সংখ্যকেরই সাংবাদিকতা সম্পর্কিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা রয়েছে।

সংবাদপত্রকর্মী ছাড়াও যে কোনো প্রকাশনাকর্মীরই এ কাজে সম্পাদনা নিয়মনীতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হয়। আর এই সম্পাদনা নিয়মনীতি শুধুমাত্র সাংবাদিকতা বিষয়েই শিক্ষা দেয়া হয়। অথচ একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত কোনো শিক্ষার্থীর এ বিষয়টির সঙ্গে পরিচয়ই ঘটে না।

সাংবাদিকতার পাশাপাশি গণযোগাযোগের বিষয়টির প্রয়োগ ইদানীংকালে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে এনজিও সেক্টরে গণযোগাযোগের বিষয়টির ব্যবহার ব্যাপকভাবে দেখা যায়। এর ধারণাও ব্যাপক ও বিস্তৃত। টেলিফোন, সংবাদপত্র, ভিডিও, সিনেমা, বিজ্ঞাপন, সাইনবোর্ড, নিয়নসাইন, ইন্টারনেট, ভিস্যাট ইত্যাদি বিষয় গণযোগাযোগের অন্তর্ভুক্ত।

বেসরকারী খাতে অবশ্য ছোট বড় প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানই গণযোগাযোগের গুরুত্ব উপলব্ধি করছে। এ উপলব্ধি থেকেই এ সকল প্রতিষ্ঠানে গণযোগাযোগেরই একটি শাখা জনসংযোগ বিভাগ চালু করেছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন সংস্থায় জনসংযোগ বিভাগকে সক্রিয় করে তোলার বিষয়টি ইদানীং পরিলক্ষিত হচ্ছে। কেননা, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকারের ভাবমূর্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আধুনিক বিশ্বে জনসংযোগের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বলা হয় জনসংযোগের লক্ষ্য সামাজিক, আর্থিক বা রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অনুকূল মত সৃষ্টি করা। কোনো কাজ, উদ্দেশ্য, আন্দোলন বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনসমর্থন জোগাড় করাই হচ্ছে জনসংযোগ এবং সেটা করা হয় তথ্য দিয়ে বুঝিয়ে এবং সমঝোতার মাধ্যমে। আর তাই জনসংযোগের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি থেকে দেশের প্রায় প্রতিটি সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে জনসংযোগ বিভাগ রয়েছে। আর যে সকল প্রতিষ্ঠানে এখনও এ বিভাগটি নেই সে সকল প্রতিষ্ঠানও এ বিভাগটির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছে। আর এ পেশার গুরুত্ব বেড়েই চলেছে। দেশের সরকারী মালিকানাধীন একমাত্র সাংবাদিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিআইবি) গত তিন বছর ধরে সাংবাদিকতায় ১০ মাস মেয়াদী ডিপ্লোমা প্রশিক্ষণ চালু করেছে। এ বছর মাত্র ত্রিশটি আসনের বিপরীতে নিরানব্বইটি আবেদনপত্র জমা পড়ে আর যে সকল শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন তাদের অধিকাংশই বিভিন্ন সংবাদপত্রকর্মী বা প্রতিষ্ঠানের জনসংযোগ বা গণযোগাযোগ বিভাগে কর্মরত। তারা কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যায় পড়েন বলেই সাংবাদিকতায় এ ডিগ্রীটি নেয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ বিষয়টিই গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়টি গুরুত্বকে তুলে ধরে।

ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বা তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি বছর ১২৫ জন ছাত্রছাত্রী গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয় থেকে ডিগ্রী নিয়ে বের হয়। আবশ্য ইদানীং দু-একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে গণযোগাযোগ বিষয়টি পড়ানো হয় অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে। অথচ দেশে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়তো বটেই, প্রতিটি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞান বা দর্শনের মতো অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির অনার্স কোর্স চালু রয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে গণযোগাযোগের ও সাংবাদিকতা বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির জন্য বহু আগেই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে এ বিষয়টি আজও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে অনার্স কোর্স হিসেবে চালু হয়নি। আমরা আশা করবো, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টিকে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে অনার্স কোর্স হিসেবে চালু করার পাশাপাশি কলেজ পর্যায়ে একশ নম্বরের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়টি পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

মোবাশ্বের শহীদ,
ঢাকা।